সত্যমেব জয়তে

অগ্রগতির পথে
ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী
১৯৭২-২০১৬

(৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত)

উপজাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

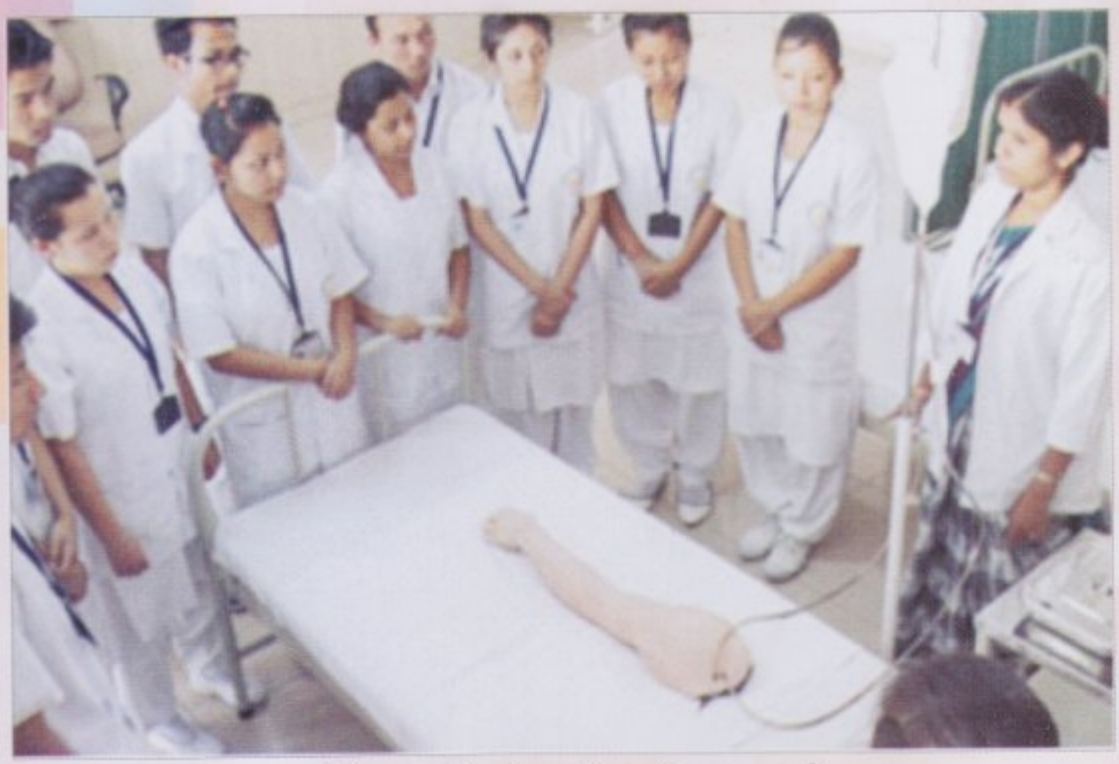

নার্সিং কোর্সে পাঠরত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী

ক্ষুদ্র ব্যবসায়রত উপজাতি বেনিফিসিয়ারী, জম্পুইজলা

রাজ্যের তপশীলি জাতি ও উপজাতি জনগণের আর্থ-সামাজিক সহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের২৪ অক্টোবর তপশীলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর চালু হয়। ১৯৮২ সালে রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিকাশের লক্ষ্যে পৃথকভাবে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর কাজ শুরু করে। রাজ্য সরকার উপজাতি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট। নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়ার পাশাপাশি উপজাতি জনগণের উন্নয়নে বিভিন্ন চালু প্রকল্পগুলিকে পর্যালোচনা করে সময় ও পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে আরও বাস্তবমুখী করে তোলা হচ্ছে। ১৯৯৯ সালের ২৬ জানুয়ারী রাজ্য সরকার উপজাতি জনগোষ্ঠীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে ২৫ দফা গুচ্ছ উন্নয়ন কর্মসূচী (১৯৯৯-০২) চালু করে। এই কর্মসূচীর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের সামাজিক এবং আর্থিক পরিকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে উপজাতি জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ২০০৩ এর ৫ আগস্ট আরোও একটি ৩৭ দফা গুচ্ছ কর্মসূচী (২০০৩-০৭) ঘোষণা করে। এই প্রকল্পগুলির সাফল্যের প্রেক্ষাপটেই এই লক্ষ্যকে আরও ব্যপকতার সাথে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য সরকার ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত আরও একটি বিশেষ পাঁচ বর্ষীয় গুচ্ছ প্রকল্প চালু করেছে। এতে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উপজাতি সংস্কৃতির বিকাশ তরান্বিত হচ্ছে।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

- শিক্ষাক্ষেত্রে সুবিস্তৃত কর্মসূচী
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী কর্মসূচী
- পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন
- কলা, সংস্কৃতি ও চিরাচরিত ঐতিহ্যসমূহের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন
- সামাজিক উৎপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং সাংবিধানিক ও পরম্পরাগত অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করা
- বনাধিকার আইন রূপায়ণের মাধ্যমে উপজাতিদের আর্থিক বিকাশ সুনিশ্চিত করা

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী কর্মসূচীঃ

উপজাতি জনগোষ্ঠীর শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ছাত্রাবাস বৃত্তি, প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি, মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি ও মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তির পরিপূরক বৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং ও মাধ্যমিক ড্রপ আউট কোচিং প্রদান,

ত্রিপুরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রেসিডেনসিয়াল এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশান সোসাইটির মাধ্যমে একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল, রেসিডেনসিয়াল স্কুল এবং আশ্রম স্কুল পরিচালনা করা, মেধা পুরস্কার প্রদান, নার্সিং, ফিজিওথেরাপী, ফার্মাসি কোর্সের জন্য উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের বহিঃরাজ্যে প্রেরণ, আন্তঃহোষ্টেল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীতে নিয়োগের জন্য প্রাক প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ছাত্রাবাস বৃত্তি ঃ

১ম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত কোনো স্বীকৃত ছাত্র-ছাত্রী আবাসের আবাসিক উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী পিছু দৈনিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা হারে ছাত্রাবাস বৃত্তি এবং ছাত্রাবাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও গ্যাসের ভর্তুকির জন্য দৈনিক ছাত্র-ছাত্রী পিছু অতিরিক্ত ১টাকা করে সর্বমোট ৪৬ (ছেচল্লিশ) টাকা সর্বাধিক ৩২২ দিনের জন্য ছাত্রাবাস বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ২৪,৬৩০ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রাবাস বৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে।

প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তিঃ

বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ৪০ (চল্লিশ) টাকা করে প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি দেওয়া হয়। নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঠরত অনাবাসিক উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ১৫০ (একশ পঞ্চাশ) টাকা করে ও আবাসিক উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ৩৫০ (তিনশ পঞ্চাশ) টাকা করে ১০ (দশ) মাসের জন্য প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৭৮,৭৩৭ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি ঃ

একাদশ শ্রেণী বা তার উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠরত, উচ্চশিক্ষারত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। আবাসিক উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোচ্চ মাসিক ১,২০০ টাকা করে ও অনাবাসিক উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোচ্চ মাসিক ৫৫০ টাকা করে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ১৬,৬৬৩ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

মেধা পুরস্কার ঃ

মেধাবী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং উৎসাহ প্রদান করার জন্য মেধা পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ষষ্ঠ থেকে নবম এবং একাদশ শ্রেণীতে

যেসব ছাত্র-ছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব নম্বর অর্জন করেছে তাদেরকে শংসাপত্র সহ এই বৃত্তি দেওয়া হয়। এছাড়াও কোনও স্বীকৃত শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক বা তৎসমতুল্য, দ্বাদশ শ্রেণী বা তৎসমতুল্য পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও এই বৃত্তি দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের আওতায় উপজাতি ছাত্রদের ৪০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং উপজাতি ছাত্রীদেরকে ৫০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশের মধ্যে স্থানাধিকারী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ মেধা পুরস্কার হিসেবে শংসাপত্র ও ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৭,৬২৬ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে মেধা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং ঃ

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী যারা শিক্ষা দপ্তরের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী আবাসগুলিতে থাকে তাদের উপযুক্ত শিক্ষকের মাধ্যমে মৌলিক বিষয় যেমন ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদির উপর বিশেষ কোচিং দেওয়া হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে রাজ্যের মোট ১৪৩টি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী আবাসের ৭,২০০ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং-এর আওতায় আনা হয়েছে।

মাধ্যমিক ড্রপ আউট কোচিং ঃ

যে সমস্ত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তাদের যথোপযুক্ত পরিচর্যা প্রদানের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক ড্রপ আউট কোচিং প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৭৬২ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক ড্রপ আউট কোচিং-এর আওতায় আনা হয়েছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য কোচিং ঃ

কারিগরি শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং অন্যান্য বিষয়গুলির সর্বভারতীয় স্তরের/ রাজ্য স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতে রাজ্যের উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আরো ভাল ফলাফল করতে পারে সেই লক্ষ্যে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতে সাফল্যের লক্ষ্যে ২২৪ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে কোচিং দেওয়া হয়েছে।

উপজাতি জনগণের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর অগ্রগতির তথ্য ঃ ১৯৭২-২০১৬ (৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত)

প্রকল্প	সাফল্য			
	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	৩১মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত (২০১৫-১৬)
ছাত্রাবাস বৃত্তি প্রদান	৬,৬২০ জন ছাত্রছাত্রী	২,২০২ জন ছাত্রছাত্রী	৩৫,৪৪২ জন ছাত্রছাত্রী	২,৫৮,৬২২ জন ছাত্রছাত্রী
প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি প্রদান	১,৪২০ জন ছাত্রছাত্রী	৩,৪২১ জন ছাত্রছাত্রী	২,৮৮,৪০৮ জন ছাত্রছাত্রী	১৩,৭৬,১২৯ জন ছাত্রছাত্রী
মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান	১৮৪ জন ছাত্রছাত্রী	২,৯১৯ জন ছাত্রছাত্রী	১২,০৮৪ জন ছাত্রছাত্রী	১,৮২,১৩৮ জন ছাত্রছাত্রী
মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তির পরিপূরক বৃত্তি প্রদান	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৭,৭৩৬ জন ছাত্রছাত্রী	৮০,০১১ জন ছাত্রছাত্রী
উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং প্রদান	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৪,৭৪৩ জন ছাত্রছাত্রী	৪৯,১৩০ জন ছাত্রছাত্রী
মাধ্যমিক ড্রপ আউট উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং প্রদান	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	২৫৩ জন ছাত্রছাত্রী	২৭,৬২১ জন ছাত্রছাত্রী
মেধা পুরস্কার প্রদান	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৬,৮২৫ জন ছাত্রছাত্রী	৬৬,৯৫৭ জন ছাত্রছাত্রী
বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	১,৭২,৬৯৭ জন ছাত্রছাত্রী	১৩,৭০,৪২০ জন ছাত্রছাত্রী
নার্সিং, ফিজিওথেরাপী পাঠ্যক্রমের জন্য উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেরণ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৩২৮ জন ছাত্রছাত্রী	১,২০৭ জন ছাত্রছাত্রী
নিউক্লিয়াস বাজেটের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৪২,২৪৩ জন	৯০,৩৬৩ জন
রাবার চাষ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	১৭,৮১৭ টি পরিবার
উদ্যান চর্চা	১,০৭৯ টি পরিবার	১০,০৯৯টি পরিবার	২৩,২০৯ টি পরিবার	২৫,৯৬০ টি পরিবার
চা চাষ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	১,২৪০ টি পরিবার
কফি চাষ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৩১০ টি পরিবার
উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী আবাস নির্মাণ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৩৪ টি	২১৩ টি
কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্র-ছাত্রী আবাস নির্মাণ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৫ টি
ইএম. আর. স্কুল, আশ্রম স্কুল, রেসিডেনসিয়াল স্কুল নির্মাণ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৩৪ টি
উপজাতি বিশ্রামাগার নির্মাণ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৩০ টি	৩৪ টি
স্টেট একাডেমী অব ট্রাইবেল কালচার নির্মাণ	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	১ টি
ত্রিপুরা তপশিলী উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি, শিক্ষা ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রদান	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৫৭৫ জন	৫,৩০৬ জন
রাজ্য সরকারের ব্রডপ্যাকেজ স্কিমে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত আত্মসমর্পণকারী যুবক-যুবতীদের সংখ্যা	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	৩,৯১২ জন
কেন্দ্র সরকারের ব্রডপ্যাকেজ স্কিমে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত আত্মসমর্পণকারী যুবক-যুবতীদের সংখ্যা	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি	১,৪০৭ জন
সন্দিগ্ধ উপজাতি শংসাপত্র বাতিল	প্রকল্প শুরু হয়নি	প্রকল্প শুরু হয়নি		১২৬ টি

সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কোচিংঃ

সর্বভারতীয়/ রাজ্যস্তরের বিভিন্ন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সাফল্য পেতে পারে সেই লক্ষ্যে বিনামূল্যে কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১,১০৯ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং দেওয়া হয়েছে।

নার্সিং ও অন্যান্য পাঠক্রমে ছাত্র-ছাত্রী প্রেরণঃ

উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য নার্সিং ও অন্যান্য পাঠ্যক্রমে পড়াশুনার জন্য রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। নার্সিং ও অন্যান্য কোর্সে প্রেরিত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত পড়াশোনার ও যাতায়াতের খরচ উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে বহন করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪৯ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের নার্সিং ও অন্যান্য পাঠ্যক্রমে পড়াশোনার জন্য রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

ত্রিপুরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রেসিডেনসিয়াল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশান সোসাইটিঃ

ত্রিপুরার দূরতম এলাকার উপজাতি ছাত্র ও ছাত্রীদের উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রেসিডেনসিয়াল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশান সোসাইটি গঠন করা হয়েছে। এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান এলাকায় একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল, রেসিডেনসিয়াল স্কুল ও আশ্রম স্কুল স্থাপন করা যাতে প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা বিনা খরচে পড়াশোনা করতে পারে। এছাড়াও ধলাই, গোমতী ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১টি করে মোট ৩টি নতুন একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রক থেকে অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং উক্ত স্কুলগুলি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী কর্মসূচী ঃ

এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমিয়া বা ভূমিহীন উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। উপজাতি জনগোষ্ঠীর আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে রাবার চাষ, উদ্যান চর্চা, চা চাষ, কফি চাষ ইত্যাদি কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রাজ্যের গ্রামীণ দরিদ্র উপজাতি পরিবারগুলির আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ৬৫১টি উপজাতি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নঃ

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সামাজিক এবং আর্থিক পরিকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, স্কুল নির্মাণ, স্কুল হোস্টেল নির্মাণ, উপজাতি বিশ্রামাগার নির্মাণ, বাজার স্টল নির্মাণ, ব্যবসাকেন্দ্র উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচী ব্যপকতার সাথে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫টি ছাত্র-ছাত্রীবাস নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতি অংশের মানুষদের রাত্রি যাপনের সুবিধার্থে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৩৪টি উপজাতি বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে। আগরতলার ফায়ারব্রিগেডস্থিত পুরনো কুমারী মধুতী রূপশ্রী উপজাতি বিশ্রামাগারটিকে স্থানপরিবর্তন করে নতুনভাবে তৈরি করার লক্ষ্যে আগরতলার মেলারমাঠে পাকা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

নিউক্লিয়াস বাজেটঃ

এই প্রকল্পে মূলত দুঃস্থ উপজাতি রোগীদের রাজ্যস্তরে বা বহিঃরাজ্যে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। রাজ্যস্তরে চিকিৎসা করার জন্য সর্বাধিক ৫,০০০ টাকা এবং বহিঃরাজ্যে চিকিৎসার জন্য সর্বাধিক ১২,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

দক্ষতা উন্নয়নঃ

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল উপজাতি যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও পারম্পরিক বৃত্তিমূলক পেশায় কর্মদক্ষ করে তোলা। এই প্রকল্পে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশা যেমন - ওয়েল্ডিং, কাঠমিস্ত্রী, ড্রাইভিং, টেইলরিং, মোবাইল রিপেয়ারিং, কম্পিউটার ট্রেনিং ইত্যাদি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১,৪৩৫ জন উপজাতি যুবক- যুবতীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা তপশিলী উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমঃ

ত্রিপুরা তপশীলি উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর উপজাতিদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর করে তোলা। এই ক্ষেত্রে সহজ শর্তে এবং কম সুদে ঋণ দেওয়া হয়। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষার জন্যও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিকভাবে সহায়তা করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে

- ৬৩২ জন উপজাতিকে স্ব-নির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১০১ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের সহজ শর্তে উচ্চ শিক্ষার জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

উপজাতি কলা, সংস্কৃতি ও চিরাচরিত ঐতিহ্যসমূহের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন ঃ

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের মাধ্যমে উপজাতি সংস্কৃতির মূল্যায়ন, গবেষণা, ডকুমেন্টেশন, সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধনের কাজ চলছে। ত্রিপুরা সরকার ১৯ জানুয়ারী, ১৯৭৯ সালে ককবরক ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রতিবছর ১৯ জানুয়ারী দিনটি ককবরক দিবস হিসাবে সারা রাজ্যে মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে উপজাতিদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও ভাষার উপর রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ত্রিপুরার উপজাতিদের সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে ত্রিপুরা স্টেট একাডেমি অব ট্রাইবেল কালচার গঠন করা হয়। উপজাতি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে একটি উপজাতি সংগ্রহশালাও বর্তমানে চালু রয়েছে।

তপশিলী উপজাতি এবং অন্যন্য পরম্পরাগত বনবাসী (বনাধিকার স্বীকৃত) আইন, ২০০৬-এর অধীনে জমির অধিকার প্রাপ্ত পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী(তথ্য ঃ ২০০৮-০৯ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত) ঃ

- বনাধিকারপ্রাপ্ত মোট পরিবারের সংখ্যা ঃ ১,২৪,৫৪১টি
- বনাধিকারপ্রাপ্ত উপজাতি পরিবারের সংখ্যা ঃ ১,২৪,৫৩৯টি
- বনাধিকারপ্রাপ্ত অ-উপজাতি পরিবারের সংখ্যা ঃ ২টি
- প্রদত্ত মোট জমির পরিমাণ ঃ ১,৭৫,৬৮২.১২ হেক্টর
- অ-উপজাতি পরিবারকে প্রদত্ত জমির পরিমাণ ঃ ০.৪৮ হেক্টর
- জি পি এস-এর মাধ্যমে জমির চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে ঃ ১,২০,১০০ টি পরিবারের
- জমির সীমানা নির্ধারণ করে পিলারিং সম্পন্ন করা হয়েছে ঃ ১,১৮,৭৪২টি পরিবারের

বনাধিকার আইনের অধীনে জমির অধিকারপ্রাপ্ত সকল পরিবারগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও MGNREGA প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়মূলক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। ৩১মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত এই প্রকল্পে সর্বমোট ৯৩ হাজার ৩শত ৪৯টি উপজাতি পরিবারকে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বনাধিকার আইনে পাট্টাপ্রাপ্ত ২৮,১৬২টি উপজাতি পরিবারকে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘরও দেওয়া হয়েছে।

বাঁশ বেতের উপর হস্তকারু শিল্পের প্রশিক্ষণ, টাকারজলা হ্যান্ডিক্রাফট ক্লাস্টার

রিয়াং সম্প্রদায়ের হজাগিরি নৃত্য

উপজাতি যুবকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

রাবার প্রসেসিং সেন্টারে কর্মরত উপজাতি যুবক

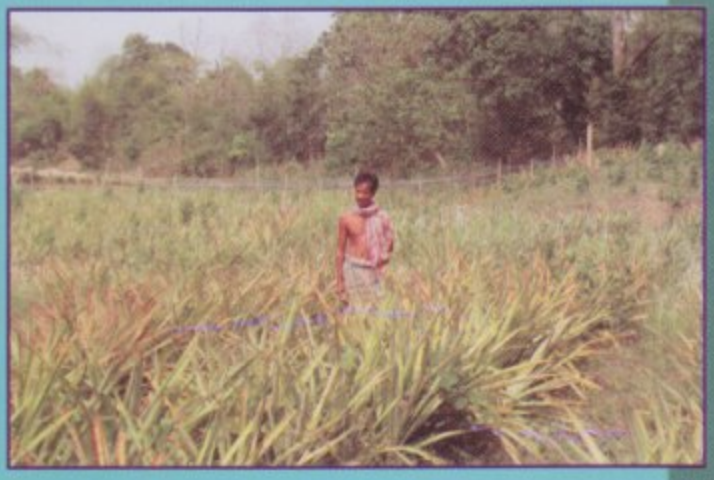

পাট্টাপ্রাপ্ত ভূমিতে আনারস চাষ

প্রকাশনায়:
উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
গুর্খাবস্তী, পি এন কমপ্লেক্স, আগরতলা
দূরভাষ : ০৩৮১-২৩২ ৩৫৬৫
ই-মেইল : jd.twd-tr@gov.in
ওয়েবসাইট : www.twd.tripura.gov.in